বাংলাপিডিয়া

সিডিতে বাংলাদেশ

লিখেছেন **জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে নিয়োজিত গবেষকরা বাংলাদেশের ওপর রেফারেন্স ওয়ার্কের দারুণ অভাব বোধ করলেন। ছোট ছোট অনেক কাজের জন্যও তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বড় বড় বই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে হচ্ছিল। বাংলা ও ইংরেজিতে তিন খন্ডে বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থটি নিয়ে কাজ করার সময়ে সকলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে বাংলাদেশের ওপর তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্যসূত্র থাকলে অনেক কাজই কত সহজে করা যেত। ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থ নিয়ে কাজ শেষে তাদের পরবর্তী যে বড় ধরনের প্রজেক্টে হাত দেবে তা হলো বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি। আর এভাবেই শুরু হলো বাংলাপিডিয়ার হাতেখড়ি। এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, জাতীয় কোষ গ্রন্থ বা বিশাল আকারে এইরূপ

আইসিটি নিউজ

গ্রাম পর্যায়ে আইসিটি পাঠাগার

বাংলাদেশে ভিলেজ কম্পিউটার এসোসিয়েশন (বিভিসিএ) গ্রাম পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক পাঠাগার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেছে। এসব পাঠাগারে কেবল আইসিটি সংশ্লিষ্ট বই ও প্রকাশনাসমূহ স্থান পাবে।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিসিএ ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার স্থানীয় খগেন্দ্রনাথ সিকদার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'বিভিসিএ খগেন্দ্রনাথ সিকদার আইসিটি পাঠাগার' স্থাপন করছে।

সাইবার জগতে নতুন ত্রাস বাগবিয়ার ভাইরাস

ক্রেডিট কার্ড, পাসওয়ার্ডসহ ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরিতে হ্যাকারদের নতুন অস্ত্র বাগবিয়ার ভাইরাসের আক্রমণে সম্প্রতি ১০০টিরও বেশি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাগবিয়ার কম্পিউটারের যাবতীয় কী-স্ট্রোক-এর রেকর্ড একটি ফাইলে জমা রাখে এবং পরবর্তীতে ইউজার অনলাইনে প্রবেশ করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজস্ব ই-মেইল ইঞ্জিন ব্যবহার করে সকল তথ্য নির্দিষ্ট হ্যাকারের কাছে মেইল করে দেয়। এছাড়াও এটি হ্যাকারের নির্দেশে কম্পিউটারের সকল সিকিউরিটি সফটওয়্যার ধ্বংস করে অন্যান্য ভাইরাসের আক্রমণ সহজ করে দিতে পারে। এটি প্রয়োজনে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ফাইল ডাউনলোডসহ নিজেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করতে পারে। বিভিন্ন কম্পিউটার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এটিকে হাইরিস্ক ভাইরাস বলে ঘোষণা দিয়েছে। এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে প্রথমত সকল প্রকার অপরিচিত মেইল না ওপেন করা এবং নির্দিষ্ট ভাইরাস গার্ডের ওয়েবসাইট থেকে সফটওয়্যারটি আপডেট করা যেতে পারে।

রায়ানস আর্কাইভের ডিজিটাল সংগ্রহশালা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত যাবতীয় খবরের ডিজিটাল সংগ্রহশালা তৈরি করছে ঢাকার রায়ানস কম্পিউটার। রায়ানস আর্কাইভ নামের এ সংগ্রহশালায় প্রতিদিন দেশের প্রধান ১২টি বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সরাসরি স্ক্যান করে

এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির কাজের নজির সারা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেই নেই ।

এনসাইক্লোপিডিয়া মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত, এক ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া রয়েছে যাতে বিশ্বের তাবৎ বিষয়ের রেফারেন্স থাকে। দ্বিতীয়ত, এনসাইক্লোপিডিয়া হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর। তৃতীয়ত, এনসাইক্লোপিডিয়া হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট দেশের উপর ভিত্তি করে। কোনো দেশের সব ধরনের তথ্য নিয়ে তৈরি এই ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া সেই দেশের জন্য এক বিরাট সম্পদ। বাংলাদেশের এনসাইক্লোপিডিয়া 'বাংলাপিডিয়া' তৈরির কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় দশ খন্ডে বাংলাপিডিয়া প্রকাশিত হবে। এর সাথে সাথে বাংলাপিডিয়ার মাল্টিমিডিয়া সিডি ভার্সনও তৈরি হচ্ছে।

ল্যাটিন ভাষায় 'পিডিয়া' শব্দটির অর্থ হলো জ্ঞান। তাই বাংলাপিডিয়া হলো বাংলাদেশ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান। এতে সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও সরকার, আন্দোলন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, কলা, ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এক কথায় বাংলাদেশ বিষয়ক সমগ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা ও ঘটনাবলী নিয়েই হবে বাংলাপিডিয়া।

বাংলাপিডিয়া তৈরির এই মহতী উদ্যোগটি কম্পিউটারে সংরক্ষণের কাজ চলছে। কাজের সুবিধার্থে বিষয়ভিত্তিক ৪৫টি ভাগে খবরগুলো ভাগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মূল আর্কাইভ থেকে গ্রাহক তার পছন্দমতো দিন ও বিষয়ে প্রকাশিত খবর সিডিতে সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও বিবিসি বাংলা সার্ভিস থেকে প্রচারিত খবর বা সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কিছু অংশ ও অডিও ফাইল আকারে এ আর্কাইভে থাকবে।

ওয়েবে বাংলাদেশের খেলা

কম্পিউটার সংবাদ

অবশেষে বাংলাদেশের খেলাধুলার জগৎও প্রবেশ করলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে। গত ১ অক্টোবর একটি প্রেস কনফারেন্সের মধ্যে উদ্বোধন করা হয় এ দেশের পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস ওয়েবসাইট বাংলাদেশের খেলা ডটকম (www.bangladesher Khala.com)। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, ভলিবলসহ বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত খেলা খো খো কিংবা তায়কোয়ান্দোর বিস্তারিত তথ্য এবং পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে। এ দেশে খেলাধুলা সম্পর্কিত সাইটের সংখ্যা হাতে গোনা এবং প্রতিটিই বিষয়ভিত্তিক। এছাড়া এগুলো নিয়মিত আপডেটও করা হয় না। দেশী ক্রীড়াঙ্গনের সাধারণ কোনো তথ্য জানতে ক্রীড়া সাংবাদিক অথবা দর্শক যে কারোই অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। এসব চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশের খেলা ডট কমের আত্মপ্রকাশ। এটির চেয়ারম্যান শহীদুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালমান আযামীসহ সব কর্মকর্তা ওয়েবসাইটটির মধ্যদিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একটি নতুন ধারা প্রণয়নের উৎসাহ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের খেলা ডটকমের ডেভেলপমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন ফার্স্ট বাংলাদেশ কনসাল্টিং নামক একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া এর লোগো হোম ফেজ ডিজাইন করেছেন শিল্পী হামিদুল ইসলাম। তথ্যবহুল সাইটটিতে বাংলা ফন্ট ডিসপ্লে করা হয়েছে ইউনিকোড ব্যবহার করে। বাংলাদেশের খেলা ডটকম এক বছর স্পন্সর করবে দ্য ক্লাসিক ডেন্টিস্ট। এছাড়া এনআরবি সফ্টওয়্যার প্রকৌশলী গাজী সাইফুদ্দিন মাহমুদ জিম সাইটটি হোস্ট করার জন্য তার নিজস্ব সার্ভারের জায়গা দিয়েছেন বিনামূল্যে।

ফা. হু.

ইন্টেলের ২.৮ গিগাহার্জ পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর

ইন্টেল কর্পো সম্প্রতি ২.৮ গিগাহার্জ পেন্টিয়াম ফোর প্রসেসর নির্মাণের কথা ঘোষণা দিয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে ২.৮ বিলিয়ন সাইকেল প্রসেসিংয়ে সক্ষম এই প্রসেসর খুব শীঘ্রই বাজারে আসবে। তবে ইন্টেলের পরিকল্পনা রয়েছে এ বছরের শেষ দিকে পেন্টিয়াম ফোর ৩.০ গিগাহার্জ প্রসেসর বাজারে ছাড়ার। এসব প্রসেসর বাজারে আসার আগে পূর্ববর্তী মডেলের প্রসেসরের দাম কমবে বলে জানা গেছে।

জিফোর্স সিরিজের নতুন চিপসেট জিফোর্স ৪টিআই

গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য চিপসেট নির্মাণে জিফোর্স একটি নতুন বিপ্লবের সূচনা দিয়েছে। গেমারদের জন্য সুসংবাদ, জিফোর্স সম্প্রতি বাজারে ছেড়েছে। জিফোর্স সিরিজের নতুন চিপসেট জিফোর্স ৪টিআই। এর আনবিটেবল ভিজুয়েল কোয়ালিটি এবং ফ্রেম রেট দিয়েছে স্ক্রিনে আরো সূক্ষ্ম থ্রিডি ছবির নিশ্চয়তা। এই চিপসেট সংবলিত গ্রাফিক্স কার্ডে প্রতি সেকেন্ডে ৭৯ মিলিয়ন ট্রাইঅ্যাঙ্গেল তৈরি হতে পারে এবং এটির সর্বোচ্চ ব্যান্ডওয়াইডথ্ হলো ৮.৮ গিগাবাইট পার সেকেন্ড। র‍্যামডেকে ৩৫০ গিগাহার্জ স্পিডে ডিজিটাল সিগনাল এনালগ সিগনালে কনভার্ট হয়ে মনিটরে প্রদর্শিত হয়।

থ্রি ডি শুটার গেম স্যাবোটাজ : ফিস্ট অব দ্য এম্পায়ার সিডিভির নতুন আকর্ষণ

সিডিভির আপকামিং থ্রিডি শুটার গেম স্যাবোটাজ : ফিস্ট অব দ্য এম্পায়ার গেমারদের নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের কাল্পনিক একাধিক শহরে। যেখানে প্লেয়ারকে নিজস্ব সাম্রাজ্য তৈরির জন্য অসংখ্য সিক্রেট মিশন কমপ্লিট করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে তারা যেকোনো মুহূর্তে পছন্দমতো দল বদল করতে পারবেন। গেমটিতে আরো রয়েছে রোল প্লেয়িং স্টাইল ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম। ফলে গেমাররা চাইলে তাদের সাধারণ চরিত্রের প্লেয়ারকেও সুপারহিরোতে রূপান্তরিত করতে পারবেন। গেমটি আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

ছিল মূলত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারও এই উদ্যোগটিকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসে। 'ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ প্রজেক্ট' নামে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ৮.০৭ কোটি টাকা। এই বিশাল অর্থের ৭৪% যোগানদাতাই হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। অবশিষ্ট অর্থ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব তহবিল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা, ইউনেস্কো এবং আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে এবং এর মাঝেই শুধু এনসাইক্লোপিডিয়ার ছাপানোর কাজ ছাড়া প্রায় সব কাজই সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী ২০০৩ সালের ৩ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে সবার হাতে বাংলাপিডিয়া তুলে দেয়া সম্ভব হবে। পুস্তক আকারে বাংলাপিডিয়ার বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের প্রতিটিতেই থাকবে দশটি করে খন্ড। প্রতিটি খন্ড হবে ছয়শ' পৃষ্ঠার। এগুলোতে প্রায় দশ হাজারের মতো প্রবন্ধ স্থান পাবে।

গ্রন্থাকারে বাংলাপিডিয়া প্রকাশের পাশাপাশি দ্রুতলয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাপিডিয়ার মাল্টিমিডিয়ার সংস্করণের কাজও। মাল্টিমিডিয়া সংস্করণের কাজে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। একদল তরুণ প্রোগ্রামার সিডি তৈরির জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম আমাদের জানান, যেকোনো আন্তর্জাতিক মানের এনসাইক্লোপিডিয়ারই একটি মাল্টিমিডিয়া সংস্করণ থাকে, যাতে গ্রন্থ সংস্করণটিকেই আরো ইন্টারঅ্যাকটিভভাবে উপস্থাপন করা হয়। বাংলাপিডিয়াতেও থাকবে প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অডিও এবং ভিডিও রিপ্রেজেন্টেশন যাতে করে যেকোনো বিষয়ের ওপর আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। যেমন, বাউল গান সম্পর্কিত কোনো প্রবন্ধের সাথে যদি একজন বাউলের ভিডিও ক্লিপ জুড়ে দেয়া যায় তাতে করে যে কোনো বিদেশীও বাউল কেমন হয়, তার পোশাক আশাক বা তার গানের ভঙ্গি কেমন হবে তা সহজেই বুঝতে পারবেন। তারচেয়েও বড় কথা পুস্তকাকারে ছয়শ' পৃষ্ঠার দশটি খন্ডের যে মূল্য দাঁড়াবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু একটি বা দু'টি সিডির মাধ্যমে বাংলাপিডিয়াকে সুলভ মূল্যে তুলে দেয়া সম্ভব হবে একজন সাধারণ মানুষের হাতে। আর এই সিডিও আবার বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রকাশ করা হবে। বাংলাপিডিয়ার মাল্টিমিডিয়া ভার্সনের সাথে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হয়েছে বাংলা সর্টিং ও সার্চ ইঞ্জিন। ফলে বাংলা সিডি ভার্সনে যে কোনো বিষয়ের ওপর বাংলা প্রবন্ধ খুঁজে পেতেও কোনো সমস্যা হবে না। এছাড়াও সিডিতে আরো যুক্ত হবে বাংলা টু ইংলিশ এবং ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি।

বাংলাপিডিয়ার মত বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে নিয়োজিত লোকবলও বিশাল আকৃতির। এর সমস্ত বিষয়গুলোকে ছয়টি ভাগে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে State & Governance, Arts & Humanities, Biological Science, History & Heritage Ges Natural Science । প্রতিটি বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন অসংখ্য দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। বাংলাপিডিয়া প্রকল্পে ৬০ সদস্যের সম্পাদকমন্ডলী ছাড়াও ১৭ জন সম্পাদক, ১৩ জন বিদেশী করেসপন্ডিং এডিটর, ৩১ জন কমিটি মেম্বার, প্রায় ১৩ শ' লেখক ও গবেষক এবং ৬৩ জন অনুবাদক নিয়োজিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলো সংগ্রহের পর তা যাচাই, বাছাই ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পরই নির্বাচিত হয়েছে। সমস্ত কন্টেন্ট প্রস্তুত হবার পর সম্পাদকমন্ডলী পুরো কন্টেন্টকে আবার রিভিউ করেছেন। এখন শুধু প্রকাশের অপেক্ষা।

তবে সম্পূর্ণ বাংলাপিডিয়া প্রকাশের সাথে সাথেই এই প্রজেক্টের সমাপ্তি হবে তা নয়। বরং নিয়মিতভাবে এর তথ্যাবলী আপডেট করা অর্থাৎ, নতুন বিষয় যুক্ত করা ও পুরনো প্রবন্ধগুলোকে প্রয়োজনমতো পরিমার্জন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাপিডিয়ার জন্য একটি ওয়েব সাইটও তৈরি হচ্ছে। www.banglapedia-bd.org এই অ্যাড্রেসে এখনই অসম্পূর্ণ ওয়েবসাইটটি দেখা যেতে পারে। আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এর কাজও সম্পন্ন হবে। ওয়েব সাইটে বাংলাপিডিয়ার মূল প্রবন্ধগুলোকে স্থান দেওয়া না হলেও বাংলাপিডিয়া বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত হবে।

মজার তথ্য

প্রতিশ্রুতিশীল হ্যাকার

সত্তর দশকের দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার 'Homebreak Computer Club'-এর দু'জন সদস্য- স্টিভ জবস ও স্টিভ ওজনিয়াক এক ধরনের ডিভাইস তৈরি করেন যা দিয়ে টেলিফোন সিস্টেম হ্যাক করা যেত। পরবর্তীতে এই দু'জনই তৈরি করেন অ্যাপল কম্পিউটার।

ইন্টেলের সংখ্যা সমাচার

মাইক্রোপ্রসেসর তৈরিতে বর্তমান বিশ্ববাজারের প্রায় পুরোটাই দখল করে আছে ইন্টেল। আর ইন্টেল মানেই তো পেন্টিয়াম টু, থ্রি, ফোর ....। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পেন্টিয়াম ফ্যামিলির আগে ইন্টেলের সমস্ত প্রসেসরকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হতো। যেমন বিজিকমের জন্য ইন্টেল ১৯৭১ সালে প্রথম যে চিপটি ডিজাইন করেছিল তার মডেল নম্বর ছিল ৪০০০ এবং পরবর্তীতে এর উন্নত সংস্করণ ৪০০৪ বাজারে আসে। এরপর ঠিক পাঁচ মাস পরে বাজারে আসে ৮০০৮। তারপর একে একে বাজারে আসে ৮০৮৬, ৮০৮৮, ৮০২৮৬, ৮০৩৮৬, ৮০৪৮৬। কিন্তু পরবর্তীতে কপিরাইটজনিত সমস্যার কারণে নাম্বার সিস্টেমের বদলে বাজারে আসে পেন্টিয়াম সিরিজ।

ইন্টারনেটের জনক ড.ভিনটন জি কার্ফ (Vincent cerf)

যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে ইন্টারনেটের বিশাল ভূমিকা। আর এই ইন্টারনেটের পেছনে যিনি রয়েছেন, যাকে বলা হয় 'ফাদার অব ইন্টারনেট' তিনি হলেন ড. ভিনটন জি কার্ফ। তিনি তার এক সহকর্মীর সঙ্গে মিলে ডেভেলপ করেন টিসিপি/আইপি এবং ইন্টারনেটের অভ্যন্তরীণ আর্কিটেকচার প্রযুক্তি। ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠা করা এবং এর ক্রম উন্নয়ন সাধনে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাকে ১৯৯৭ সালে ইউএস ন্যাশনাল পদক প্রদানের মাধ্যমে বিরল সম্মানে ভূষিত করেন।

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল